গাংনীতে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার-১

মেহেরপুর জেলার গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে হৃদয় হোসেন (২৪) নামে এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার পর, স্থানীয় পুলিশ সাবেক ইউপি সদস্য সাইদুর রহমান মিলন (৪৫)-কে গ্রেপ্তার করেছে। আজ বুধবার বিকেলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাইদুর রহমান মিলন গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের আব্দুর রহমান ওরফে ফুলচাঁদ মাস্টারের ছোট ছেলে।

জানা গেছে, আজ দুপুরে চরগোয়াল গ্রামের গোরস্থানের প্রবেশ গেট ট্রাক্টরের ধাক্কায় ভেঙে যাওয়াকে কেন্দ্র করে দু-পক্ষের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। এ বিরোধের জেরে রামনগর বাজারে চরগোয়াল গ্রামের শাহাদত হোসেনের ছেলে হৃদয় হোসেনকে হাতুড়ি দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। স্থানীয় মোটরসাইকেল মেকার জান্নাতের সঙ্গে হৃদয়কে হত্যার কাজে সাইদুর রহমান মিলনও তার লোকজনকে সহযোগিতা করে।

আহত হৃদয় হোসেনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে বামন্দির সেন্ট্রাল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। হৃদয়ের মৃত্যু ঘটানোর পর বিক্ষুব্ধ জনতা জান্নাতের মোটরসাইকেল মেকারের ওয়ার্কশপে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

গাংনী থানার ওসি বাণী ইসরাইল বলেন, “জান্নাতের সহযোগী সাইদুর রহমান মিলনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।”

উল্লেখ্যঃ জান্নাতের বিরুদ্ধে একটি অপহরণ মামলা রয়েছে যা আদালতে বিচারাধীন। ২০১৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর, দেশীয় তৈরি পিস্তল ও তিন রাউন্ড গুলি সহ সাইদুর রহমান মিলনকে পুলিশ আটক করেছিল এবং অস্ত্র আইনের মামলায় তাকে দশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। এরপর ২০২১ সালের ৩ মার্চ আবার ইয়াবাসহ সাইদুর রহমান মিলনকে আটক করা হয়।

এছাড়াও, সাইদুর রহমান মিলন ২০১৭ সালে বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে যোগদান করেছিলেন এবং ইউপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মেহেরপুরে তুচ্ছ ঘটনায় দু’গ্রামবাসীর সংঘর্ষে যুবক নিহত

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে হৃদয় হোসেন
(২২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। পুড়ে গেছে একটি মোটরসাইকেল ওয়ার্কসপ। সেখানে থাকা কয়েকটি মোটরসাইকেল ভষ্মিভুত হয়েছে। এঘটনায় পুলিশের অবেহলাকে দায়ী করছেন এলাকাবাসী।

আজ বুধবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নিহত হৃদয় হোসেন একই উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের সাহাদত আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, রামনগর গ্রামের মিরা ইসলাম একটি নতুন ট্রাক্টর কিনেছেন। তার ছেলে ট্রাকটর নিয়ে চরগোয়াল গ্রামে যায়। এসময় ট্রাক্টরের ধাক্কায় চরগোয়াল গ্রামের একটি ঈদগাহের গেট ভেঙ্গে যায়। ঈদগাহের গেট ভেঙে যাওয়ায় ওই গ্রামের লোকজন ট্রাক্টরের চাবি নিয়ে নেয়। এসময় রামনগর গ্রামের জান্নাত মোটররসাইকেল ওয়ার্কসপে বসে বিষয়টি মিমাংসা করার চেষ্টা করে। এসময় উভয় পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্কের এক পযার্য়ে তুমুল সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এতে হৃদয় হোসেন মাথায় লাঠির আঘাত লাগলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাকে উদ্ধার করে বামন্দিতে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে, হৃদয় হোসেনের মৃত্যুর খবর চরগোয়াল গ্রামে পৌছালে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী রামনগরের গিয়ে জান্নাতের মোটরসাইকেল ওয়ার্কসপে ভাংচুর, লটুপাট ও অগ্নিসংযোগ করেন। এতে কয়েকটি মোটরসাইকেলসহ পুরো দো্কান পুড়ে ভষ্মিভুত হয়।

তবে চরগোয়াল গ্রামের জাহিদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, জান্নাতের ওয়ার্কসপে বসে মিমাংসার কথাবার্তা হচ্ছিল। এসময় জান্নাত বলে আমার দোকানে কি বলে হাতুড়ি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারপিট শুরু করে। তার হাতুড়ির আঘাতে হৃদয়ের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ঘটনার শুরুতে খায়রুল নামের এক দারোগাকে ফোন করি। তিনি আসছি আসছি বলে না আসায় এ ঘটনা ঘটেছে। তিনি আসলে হয়তো বড় ধরণের ঘটনা ঘটতো না।

খবর পেয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম, গাংনী থানার ওসি বানি ইসরাইলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। বর্তমানে এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

গাংনী থানার ওসি বানি ইসরাইল বলেন, ঘটনাস্থলে আছি। তদন্ত চলছে।

শৈলকুপার আলোচিত ট্রিপল মার্ডারের ঘটনায় দুই জনকে আটক

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি(জনযুদ্ধ)’র কমান্ডার হানিফসহ ৩ জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুইজনকে আটক করেছে র্যাব-৬।

গতকাল সোমবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার দিকে জেলা শহরের সার্কিট হাউজ এলাকা এবং গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার সোনাতলা এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো-হরিণাকুন্ডু উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের ছানোয়ার হোসেন ছনুর ছেলে আবু সাঈদ ও জোড়াপুকুরিয়া গ্রামের মৃত আনজের আলীর ছেলে আনারুল ইসলাম।

র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর নাঈম আহমেদ মঙ্গলবার সকালে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির কমান্ডার হরিণাকুণ্ডুর আহাদনগর গ্রামের হানিফ, শ্রীরামপুর গ্রামের লিটন ও কুষ্টিয়ার পিয়ারপুর গ্রামের রাইসুল ইসলাম রাজু হত্যার ঘটনায় সোমবার নিহত হানিফের ভাই সাজেদুল ইসলাম ইসা বাদী হয়ে শৈলকুপা থানায় অজ্ঞাতনামা ১৫ থেকে ২০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে।

ট্রিপল মার্ডারের ঘটনায় মামলা দায়ের করা হলে রাতেই আসামী ধরতে অভিযান শুরু করে র্যাব-৬। তারই ধারাবাহিকতায় জেলা শহরের সার্কিট হাউজ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আবু সাঈদকে আটক করা হয়। ঠিক একই সময় র্যাবের পৃথক দল গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার সোনাতলা এলাকা থেকে আনারুল ইসলামকে আটক করা হয়। তাদের দুৃই জনকে শৈলকুপা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। এরা হত্যার ঘটনায় জড়িত ছিল বলে প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে। পরবর্তিতে জিজ্ঞাসাবাদে বিস্তারিত জানা যাবে।

উল্লেখ্য, গত ২১ ফেব্রুয়ারী রাতে শৈলকুপা উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের শ^শানঘাট এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে হত্যাকান্ডের শিকার হয় পুর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক কমান্ডার হরিণাকুণ্ডুর আহাদনগর গ্রামের হানিফ, তার শ্যালক শ্রীরামপুর গ্রামের লিটন ও কুষ্টিায়ার পিয়ারপুরের রাইসুল ইসলাম রাজু। এই ৩ হত্যাকান্ডের দায় স্বীকার করেন জাসদ গণবাহিনী পরিচয়ে জনৈক কালু। তিনি ওই রাতেই গণমাধ্যম কর্মীদের হোয়াটসঅ্যাপে ক্ষুদে বার্তা পাঠান।

কুষ্টিয়ায় সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা দায়ের

কুষ্টিয়ায় আদালত চত্বরে আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের ওপর হামলার ছয় বছর পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামি করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) দুপুরে মাহমুদুর রহমান বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলাটি দায়ের করেন।

মামলার প্রধান আসামি শেখ হাসিনা ছাড়াও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ, জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, সাবেক আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারী, কুষ্টিয়ার তৎকালীন পুলিশ সুপার মেহেদী হাসানসহ এজাহারনামীয় ৪৭ জনসহ অজ্ঞাত আরও বেশ কয়েকজনকে আসামি করা

হয়েছে।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর হক চৌধুরী বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ সময় সাংবাদিকদের উদ্দেশে আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বলেন, ২০১৮ সালের ২২ জুলাই আমার ওপর যে হামলার ঘটনা ঘটেছিল ওই ঘটনায় শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামি করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা দায়ের করেছি। আশা করব ইন্টারপোলের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনা হোক।

এর আগে ২০১৮ সালের ২২ জুলাই বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে কুষ্টিয়ায় আদালত থেকে মানহানির মামলায় জামিন নিয়ে বের হওয়ার সময় মাহমুদুর রহমানের ওপর হামলা করা হয়। আদালত প্রাঙ্গণ ছাড়ার সময় লাঠি ও ইটের আঘাতে তিনি আহত হন। তাকে বহনকারী গাড়ির গ্লাসও ভেঙে ফেলা হয়। পরে বিকেল ৫টার দিকে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে মাহমুদুর রহমান ও তার সহযোগীরা ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হন।

সাবেক এসপি নাহিদকে প্রধান আসামি করে ২৬ জনের নামে মামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার হিজুলি গ্রামের জামায়াত নেতা ও ইউপি সদস্য (মেম্বর) আব্দুল জব্বারকে গুলি করে হত্যা করে বন্দুকযুদ্ধ বলে চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগে তৎকালিন পুলিশ সুপার (এসপি) একেএম নাহিদসহ পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট ও আওয়ামীলীগ নেতাসহ ২৬ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর আমলী আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়।

এ নিয়ে মেহেরপুরের তৎকালিন পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলামের

নামে মেহেরপুর আদালতে দুইটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২০১৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর জামায়াত নেতা আব্দুল জব্বারকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ তার বাড়ি থেকে আটক করে। ওই রাতেই তাকে গুলি করে হত্যার পর বন্দুকযুদ্ধ হিসেবে ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে। শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি আসামিরা। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা ও অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধারের নাটক সাজায় আসামিরা।

মেহেরপুরের চাঞ্চল্যকর আব্দুল জব্বার হত্যাকাণ্ডের মামলায় এজাহার নামীয় ২৬ জন আসামির মধ্যে রয়েছেন- তৎকালীন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাঈদ মোমিন মজুমদার, ওসি তদন্ত তরিকুল ইসলাম, সদর থানার এসআই শরজিদ কুমার ঘোষ, এসআই গাজী ইকবাল হোসেন, কনস্টেবল সাধন কুমার ও নারদ কুমার, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম।

এছাড়াও অজ্ঞাত পরিচয়ের আরও ২০-৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। নিহত আব্দুল জাব্বরের ছেলে আব্দুল মালিতা বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেছেন।

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে সদর থানার ওসিকে এফআইআরএর নির্দেশ দিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন বাদি পক্ষের আইনজীবী কামরুল ইসলাম। আসামিরা পরস্পর জোগসাজসে আব্দুল জব্বারকে আটক করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পরিবারের।

মামলার আর্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নিহত আলহাজ্জ আব্দুল জব্বার ইসলামি ভবাদর্শের তৃণমূলে নেতা এবং আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং ওয়ার্ড সদস্য (মেম্বর) ছিলেন। পরবর্তী নির্বাচনে তিনি আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন।

মামলার আর্জিতে আরও বলা হয়েছে, আব্দুল জব্বারের পাশাপাশি তার ছেলেকেও (মামলার বাদি) গ্রেফতার করে সদর থানা হাজতে রাখা হয়। পরে ছেলেকে একটি মামলা আদালতে সোপর্দ করা হলেও আব্দুল জব্বারকে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন শেষে বুকে পিঠে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনার দুই মাস পর বাদি জামিনে মুক্তি পেয়ে স্বাক্ষীদের কাছ থেকে হত্যাকান্ডের বিষয়টি জানতে পারেন।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সহকারি সেক্রেটারি তারিক মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে বন্দুকযুদ্ধের নামে হত্যার অভিযোগে গেল ৬ সেপ্টেম্বর একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন তার ভাই। এ মামলটিরও প্রধান আসামি তৎকালিন পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলাম। মামলাটিতে পুলিশ, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাকর্মী আসামি রয়েছেন।

দামুড়হুদায় মাছ লুটপাটের ঘটনা পরিদর্শনে সেনা সদস্যরা

দামুড়হুদা ডুগডুগী কাটান বিলে মাছ লুটপাটের ঘটনায় হারুন শাকিলদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর কাছে অভিযোগ করেছে ভুক্তভোগী ডুগডুগি গ্রামের মিজানুর রহমান। অভিযোগ উঠেছে চলতি মাসের ৬ তারিখে সকাল ১০ টার দিকে বিলে বিষ দিয়ে ৫০ বিঘা জলমহালের প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৪শ মন মাছ লুটপাট করে হারুন শাকিলরা। এবিষয়ে অভিযোগ পেয়ে সেনা সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে, ডুগডুগি কাটান নামক বিল/জলকার বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে লীজ গ্রহন করে দীর্ঘ ২৪ বছর যাবৎ অর্থাৎ ২০০০ সাল হতে মাছ চাষ করে দেশের আমিষ যোগানে সহযোগিতা করে আসছে। যাহার পরিমান প্রায় ৫০ বিঘার মতো হবে। গত ইং- ০৫/০৮/২০২৪ তারিখে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ০৬/০৮/২০২৪ ইং তারিখ রোজ-মঙ্গলবার, সকাল- ১০ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর গ্রামের মৃত আবুল হোসেন এর ছেলে মোঃ হারুন এবং একই গ্রামের মৃত মজিবর হোসেন এর ছেলে মোঃ শাকিল হোসেন আমার বিলে বিষ প্রয়োগ করে এবং লোকনাথপুর গ্রামের দরা কসাই এর ছেলে মোঃ নজু সহ অজ্ঞাত ১০-১২জন মিলে ডোরা জাল দিয়া সকাল ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত প্রায় ৪০০ মন বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরিয়া লুট করিয়া লইয়া যায়। যাহার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা।

বিলের গার্ড সাধন ও আব্দুস সালাম বাঁধা দিলে ওরা তাদেরকে লাঠি দ্বারা মারধর করিয়া জীবন নাশের ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া বিল হতে

চলে যেতে বাধ্য করে। এঘটনা এলাকার শত-শত মানুষ দেখেছে এবং সাক্ষী আছে। এবিষয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক মাথাভাঙ্গা, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন, দৈনিক খাস খবর পত্রিকায় অভিযুক্ত দের নাম দিয়ে খবর ছাপা হয় এবং স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দ ঘটনার পরিদর্শন পূর্বক অভিযুক্তদের শাস্তি দাবী করেন। অভিযোগ পেয়ে কর্তব্যরত সেনাবাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং অভিযুক্তদের বাড়িতে গেলে তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মিজানুর রহমান বলেন, আমার উপর যদি ওদের কোন রাগ থাকে বা কোন অভিযোগ থাকে তাহলে তারা আমার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতো। আমাকে জানাতে পারতো, কিন্তু কোন কিছু না বলেই তারা আমার গাং এ বিষ প্রয়োগ করে সব মাছ মেরে দিয়েছে। ছোট ছোট চারা মাছ সব শেষ করে দিয়েছে। বড় মাছগুলো সব বেড় জাল দিয়ে ধরে নিয়ে গেছে। আমি চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি, আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। আমি এর সুস্থ বিচার চাই।

মুজিবনগরে মারধর ও বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা দায়ের আটক ২

মুজিবনগরে গত রবিবার বিকেলে শিবপুর গ্রামের হামাদুল ইসলাম এর ছেলে শহিদুল ইসলামকে কেদারগজ বাজারে মারধর এবং পরবর্তীতে শিবপুর গ্রামে শহিদুল ইসলামের বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ২ আসামি কুদ্দুস শেখ ও তার ছেলে তন্ময় শেখ কে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

অভিযোগকারী শহিদুল ইসলামের এজাহার সূত্রে জানা গেছে পূর্ব বিরোধের জের ধরিয়া রবিবার বিকাল ৪ টার সময় ০১নং আসামী ইমান শেখ হাতে লোহার রড নিয়ে আমাকে কেদারগঞ্জ বাজারের ব্রীজের উপর দেখতে পেয়ে অতর্কিতভাবে হামলা করে এলোপাতাড়িভাবে মারতে থাকে। মারপিট দেখে আমার খালোতো ভাই শিবপুর গ্রামের জিনারুল গাজীর ছেলে মোরশেদ আলম (৩০) ঠেকাইতে গেলে ইমান শেখ তার হাতে থাকা লোহার রড

দিয়ে খুন করার উদ্দেশ্যে মাথায় আঘাত করতে গেলে আঘাতটি তার ডান হাতের কব্জির উপর লেগে গুরুতর হাড়ভাঙ্গা জখম হয়। আমাদের চিৎকারে আমিসহ বাজারের লোকজন আমার খালাতো ভাইকে তার হাত থেকে উদ্ধার করে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাই।

পরবর্তীতে শিবপুর গ্রামের ইমান শেখ (৫৩), পিতা-মৃত আমির শেখ, লাল্টু শেখ ও (রান্টু)(২৭), পিতা-রহিম শেখ (ভরা শেখ), শাহাবুদ্দিন শেখ (৪২), পিতা-আমির শেখ, সিয়াম শেখ(২০), পিতা- শাহাবুদ্দিন শেখ, গিয়াস শেখ (৪০), পিতা-আমির শেখ, কুদ্দুস শেখ(৫৩), পিতা-মৃত খেদের শেখ, তনয়ে শেখ (২১), পিতা- কুদ্দুস শেখ এক জোট হয়ে ।

উক্ত ঘটনার জের ধরে রবিবার সন্ধা ৬ সময় সময় আমার অনুপস্থিতিতে হাতে লোহার রড, বাঁশের লাঠি, কাঠের বাটাম, হাসুয়া নিয়ে পরিকল্পিতভাবে আমার বসত বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করে আমার পরিবারকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। আমার মা হামিদ্য খাতুন(৫০) আসামীদের নিষেধ করিলে তারা আমার মাকে এলোপাতাড়িভাবে কিল-ঘুষি মেরে নীলা ফোলা জখম করে আসামী লাল্টু শেখ (৫) রান্টু আমার বসত ঘরের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে ওয়্যারড্রপের ড্রয়ার হইতে একটি ১২ আনা ওজনের স্বর্ণের চেইন, যাহার মূল্য অনুমান ৮০,০০০/- টাকা বের করে নেয়। আমার পরিবার চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজনদের আসতে দেখে আসামীগণ আমাদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে চলে যাওয়ার সময় আমার বসত ঘরের দুইটি জালানার থাই গ্লাস ভেঙ্গে অনুমান ৪০,০০০/- টাকার ক্ষতি সাধন করে।

এ বিষয়ে মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম গাইন বলেন ইমান আলি মেহেরপুর জেলা সন্ত্রাসী তালিকার ১১৯ নম্বর। তার এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এই এলাকাকে অস্থিতিশীল করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে জেলায় যে শান্তির সুবাতাস বইছে সেই শান্তিকে যাতে কেউ বিনষ্ট না করতে পারে এবং এই ঘটনা যাতে পরবর্তীতে না ঘটে সেজন্য সন্ত্রাসী ইমান আলীকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন তিনি।

এ বিষয়ে শাহিদুল ইসলাম বলেন পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এই আক্রমণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন কেদারগঞ্জ বাজার থেকে ইমান আলী গ্রামে ফিরে তার গুন্ডাবাহিনী নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ঘরে আক্রমণ

করেছে, ঘর থেকে স্বর্ণের অলংকার ছিনিয়ে নিয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে ইমান আলীর সাথে কথা বলে জানা যায় তাকেই প্রথম পরাগ গাইন মারতে শুরু করলে আত্ম রক্ষার্থে তিনিও পাল্টা আক্রমণ করেছেন।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল কুমার দত্ত বলেন,গত রবিবারের ঘটনায় মামলা পরিপ্রেক্ষিতে ২ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে মামলার অন্যান্য আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

শৈলকুপায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাছ কাটার ঘটনায় থানায় অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের রোপনকৃত ১ হাজার গাছ উপড়ে ফেলার ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নিতে থানায় অভিযোগ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনার পর স্থানীয় সংসদ সদস্যসহ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করেছে।

সোমবার (৮জুলাই) সকালে ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দ্দার, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম, শাখা কর্মকর্তা কাজী মহসিনসহ অন্যান্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করেন। কর্তৃপক্ষ জানান, খালের গাছ উপড়ে ফেলার ঘটনায় তারা শৈলকুপা থানায় মামলা জমা দিয়েছে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দ্দার বলেন, গাছ কাটা, ফসল কাটার মত জঘন্য কাজ যারা করে তারা মানুষ না। যারা গাছ উপড়ানোর মত কাজ করেছে আমি চাই তারা আইনের আওতায় আসুক। সে যদি আমার নিজের লোকও হোক না কেন আমি তাকে ছাড় দিব না। আমি চাই পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনুক।
এ ব্যাপারে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ড এখানে ৩ হাজার গাছ লাগিয়েছে।

গাছগুলো লাগানোর পর কে বা কাহার গাছগুলো নষ্ট করে দিয়েছে। আমরা চাই যারা এই কাজগুলো করেছে তাদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হোক। আমরা এ ব্যাপারে থানায় এফআইআর জমা দিয়েছি।

উল্লেখ্য, গত শনিবার রাতে শৈলকুপা উপজেলার কাজীপাড়া গ্রামের খালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের রোপনকৃত ১ হাজার গাছের চারা উপড়ে ফেলে দুর্বৃত্তরা।

ঝিনাইদহে বেড়েই চলেছে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনা

ঝিনাইদহের বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিকগুলোতে প্রসূতি মৃত্যুর হার বেড়েই চলেছে। গত দেড়মাসে ৭ জন প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। অদক্ষ চিকিৎসক ও পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির অভাব থাকায় বাড়ছে এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা।

জেলা সিভিল সার্জন অফিস সূত্রে বলা হয়েছে, ঝিনাইদহ শহরের শামীমা ক্লিনিকে দুজন, হাসান ক্লিনিকে একজন, আরাপপুর রাবেয়া হাসপাতালে একজন, হামদহ প্রিন্স হাসপাতালে একজন, তাছলিম ক্লিনিকে একজন ও কালীগঞ্জের দারুস শেফা ক্লিনিকে একজন প্রসূতি মারা গেছেন।

গত ২৬ মার্চ শৈলকূপা উপজেলার মির্জাপুর গ্রামের শারমিন বেগম নামের এক প্রসূতি ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর এলাকার রাবেয়া হাসপাতালে ভর্তি হন। তাকে সিজার করা হয়। শিশু ও মা সুস্থ ছিল। তবে কয়েক ঘণ্টা পর প্রসূতির অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ শুরু হয়। রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে ও প্রসাব বন্ধ হয়ে যায়। এরপর রোগী কোমায় চলে যায়।

প্রসূতির স্বামী আল আমিন জানান, অ্যাম্বুলেন্সে করে যশোরে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। সেখানে একটি হাসপাতালের আইসিইউতে রাখা হয়। চার দিন পর মারা যায়।

হালিমা খাতুন নামে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার পার্বতীপুর গ্রামের এক প্রসূতিকে ৪ এপ্রিল শহরের প্রিন্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার

স্বামী হাবিবুর রহমান জানান, দুপুর সাড়ে ৩টার দিকে সিজার করা হয়। সিজারের ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা পর প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এরপর প্রসূতির কিডনি বিকল হয়ে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান।

গত ৩০ মার্চ হরিণাকুণ্ডুু উপজেলার তৈলটুপি গ্রামের এনামুল কবিরের স্ত্রী লাভলী বেগমকে কালীগঞ্জ শহরের দারুসশেফা হাসপাতালে সিজার করা হয়। সিজারের পর মা ও শিশু সুস্থ ছিল। এরপর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে একই ভাবে মারা যায়।

গত ১২ এপ্রিল হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভবিতপুর গ্রামের রিনা থাতুনকে শহরের শামিমা ক্লিনিকে সিজার করা হয়। প্রসূতির স্বামী আনারুল ইসলাম বলেন, বেলা ১২টার দিকে সিজার করা হয়। এটি ছিল দ্বিতীয় সিজার। প্রসূতি সুস্থ ছিল। তিনি খাবারও খান। তবে সিজারের দুই ঘণ্টা পর প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হতে থাকে। পাঠানো হয় ঢাকায়। সেখানেই তিনি মারা যান।

১৬ এপ্রিল শামীমা ক্লিনিকে শৈলকূপা উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের লিপি খাতুনকে সিজার করা হয়। সিজারের কয়েক ঘণ্টার পর তার কিডনি ও লিভার অচল হয়ে মারা যান।

২৫ এপ্রিল ঝিনাইদহ শহরের ডাক্তার হাসানুজ্জামানের ক্লিনিকে সিজারের পর আকলিমা খাতুন নামে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়। তিনি সদর উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের একরামুল হোসেনের স্ত্রী। মৃত প্রসূতির বাবা আকরাম হোসেন জানান, গত বুধবার সকালে তার মেয়েকে ডা. হাসানুজ্জামানের ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। দুপুর সাড়ে ৩টার দিকে সিজার করা হয়। সিজারের পর মা ও শিশু ভালো ছিল। কয়েক ঘণ্টা পর প্রসূতি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ ঘটনার পর হাসানুজ্জামান ক্লিনিকের সবাই গা ঢাকা দেন।

৭ মে ঝিনাইদহ শহরের তাছলিম ক্নিনিকে সিজারের পর নাসরিন খাতুন নামে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়।

চলমান পরিস্থিতি ভয়াবহ উল্লেখ করে সিভিল সার্জন শুভ্রা রানী দেবনাথ বলেন, সিজার করার সময় যেসব ওষুধ কিংবা স্যালাইন ব্যবহার করা হয় সেগুলো ভেজাল বা নকল- কোনো কোনো ডাক্তারের এমন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে স্যালাইনসহ ওষুধের নমুনা সংগ্রহ করে ওষুধ প্রশাসনের কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল এখনো পাওয়া যায়নি।

তবে সিভিল সার্জন দাবি করেন, ক্লিনিকগুলোতে অপারেশনের মান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না। যে কারণে মৃত্যুর হার বাড়ছে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও সার্জনদের সিজার করার সময় সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। পোস্টঅপারেটিভ কেয়ার ছাড়া অপারেশন করা যাবে না বলেও ক্লিনিক মালিকদের কঠোর বার্তা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে মানহীন ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর বিরুদ্ধে শীঘ্রই অভিযান পরিচালনা করা হবে। ঝিনাইদহ জেলায় বেসরকারি ক্লিনিক-ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে ১৮০টি।

গাংনীর জগত আলী মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের

গাংনীর আমতৈল গ্রামের জনির উদ্দীন ওরফে জগত আলী হত্যাকান্ডের ঘটনায় তিন জনকে এজাহার নামীয় ও অজ্ঞাতনামা জনকে আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১ নভেম্বর) দুপুরের দিকে নিহতের স্ত্রী হালিমা খাতুন বাদী হয়ে ৩০২/৩৪ ধারায় অভিযোগ এনে গাংনী থানায় এই মামলাটি দায়ের করেন। মামলা নং ২, তারিখ ০১/১১/২০২২ ইং।

মামলার আসামিরা হলেন, আমতৈল গ্রামের মৃতু আব্দুর রহমানের ছেলে আব্দুল গাফ্ফার (৪০), আব্দুল জব্বার (৩৫) ও হেমায়েতপুর রাজারপাড়া এলাকার আইনুদ্দীনের ছেলে ফেরেজুল ইসলাম (৪০)। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে জমি জমা নিয়ে আসামিদের সাথে আমার স্বামীর বিরোধ চলে আসছিল। কিছুদিন আগে তারা আমার স্বামীকে মারধর করে। এবং জমির উপর গেলে তাকে মেরে ফেলারও হুমকি দিয়ে আসছিল। সেই ধারাবাহিকতায় তারা আমার স্বামীকে বিরোধপূর্ণ ওই জমিতে হত্যা করে ফেলে রেখেছে। তাকে নিড়ানি ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে মৃত্যু

নিশ্চিত করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এদিকে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গাংনী থানার সেকেন্ড অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আজ মঙ্গলবার (১ নভেম্বর) মামলাটি এফআইআর ভূক্ত হওয়ার পর মুল রহস্য উদঘাটনে সরেজমিনে তদন্ত শুরু করেছি। ঘটনাস্থলে এসে এলাকার মানুষ জনের সাথে কথা বলার পাশাপাশি স্বাক্ষীদের সাথেও কথা বলেছি। আসামিদের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে। আসামিরা পলাতক থাকায় আটক করা সম্ভব হয়নি। তবে নিহতের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

উল্লেখ্য, গত ৩০ অক্টোবর সকাল ১০ টার দিকে গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর মাঠের মধ্যে থেকে আমতৈল গ্রামের জনির উদ্দীন ওরফে জগত আলী (৫৫) এর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এটিকে হত্যাকান্ড দাবী করে তার স্ত্রী হালিমা খাতুন ভাসুরের দুই ছেলে আব্দুল গাফ্ফার, আব্দুল জব্বার ও ফেরেজুল ইসলামের নামে মামলা দায়ের করেন।